দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 09 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

'শাবি'তে অন্ধকার সরিয়ে উদ্ভাসিত আগামীর পূর্বাভাস

শাবি সংবাদদাতা

২০০৭ সাল। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি আলোচিত এবং আলোকিত বছর। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিস্তর ফারাক থাকলেও নতুন বছরটি নতুন আশার সঞ্চার করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে। লাগামহীন দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অপবাদের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম। তবে বিএনপি-জামায়াতের প্রভাব বলয় থেকে এখনো পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি শাবি প্রশাসন। বিতর্কিত ভিসি মোসলেহউদ্দিনকে দুর্নীতির দায়ে অপসারণের পর বিদায়ী বছরে চারদলীয় জোটের মেয়াদ শেষে প্রশাসনে বিএনপি-জামায়াত দাপট স্তিমিত হয়ে আসে। কমতে থাকে দুর্নীতি-অনিয়ম আর স্বজনপ্রীতির লাগামহীন বিস্তার। জোট সরকারের আমলে বিএনপি-জামায়াত শাবি প্রশাসনে ঢালাওভাবে অনিয়ম-দুর্নীতি, লুটপাট চালায়। এর প্রধান হোতা ছিলেন ভিসি মোসলেহউদ্দিন। ভিসিবিরোধী আন্দোলনের জের ধরে ২০০৬ সালে দীর্ঘ ৭ মাস ক্যাম্পাস বন্ধ থাকলেও ২০০৭ সালে একদিনও সরকারি ছুটি ছাড়া অনির্ধারিত ছুটি বা ধর্মঘট ছিল না। প্রতিদিন ক্লাস-পরীক্ষা হওয়ায় দীর্ঘ সেশনজটের কবল থেকে শাবি এখন অনেকটাই মুক্ত। বর্তমানে ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে কোন সেশনজট নেই। দীর্ঘ সময়ের দুর্নীতি সমূলে উৎপাটন করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি ঘিরে নতুনভাবে আলোচনায় আসে শাবি। ইউজিসি'র তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মাহবুব উল্লার নেতৃত্বে ৩ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি শাবিতে আসে। তদন্ত কমিটিকে সচেতন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেন। ৩ দিন সরেজমিন তদন্ত শেষে ভিসি মোসলেহউদ্দিনের ঢালাওভাবে অনিয়ম, দুর্নীতি ও লুটপাটের প্রমাণ পায় তদন্ত কমিটি। তবুও মোসলেহউদ্দিন ও তার সহযোগীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। বিএনপি-জামায়াতের দাপট কমলেও তাদের সাজানো ছকেই চলছে শাবি প্রশাসন। এরই ধারাবাহিকতায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপর বারবার খড়গ নেমেছে। স্বাধীনতা দিবসে শিকড়-এর 'ডেমোক্রিটাস' নাটকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পাশাপাশি নাটক প্রদর্শনীতে গঠন করা হয় অঘোষিত সেন্সর বোর্ড। এমনকি বছরের শেষে বিজয় দিবসে কোন কর্মসূচী হাতে নেয়নি শাবি প্রশাসন। মোসলেহউদ্দিনের দুর্নীতির অন্যতম সহযোগী বিতর্কিত ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা ডঃ সাজেদুল করিমকে তার দায়িত্ব থেকে এবং ডঃ আব্দুল আউয়াল বিশ্বাসকে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব

ফিরে দেখা ২০০৭

থেকে অব্যাহতি দেয়ায় বর্তমান প্রশাসনের কার্যক্রমে কিছুটা নিরপেক্ষতা প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে বারবার ছাত্রীদের তোপের মুখে পড়া ছাত্রী হল প্রভোস্ট প্রফেসর ডঃ শাহিনা ইয়াসমিনের ব্যাপারে প্রশাসনের নীরব ভূমিকা নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। আগস্টে ঘটিত ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় শাবিতে জরুরী বিধিমালা ভঙ্গের সময় সাদাত শাবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান রাজু ধরা পড়ে। যদিও প্রফেসর ডঃ জাফর ইকবালের নেতৃত্বে শাবির শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে র‌্যালি ও মৌন মিছিল বের করেন। পরবর্তীতে তারা আলোচনা সভারও আয়োজন করেন। এছাড়া শাবির সাধারণ কর্মচারীর ব্যানারে র‌্যালি ও আলোচনা সভা হয়। অথচ শুধু রাজুই আইনের বেড়াজালে আটকা পড়ে। বিষয়টি সচেতন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তারা ভালো চোখে দেখেননি। বর্তমানে জরুরি বিধিমালা ছাত্র মামলায় একমাত্র আসামি হিসেবে রাজুর বিচার কাজ চলছে। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে শাকসু নির্বাচন হচ্ছে না। যদিও ধারাবাহিকভাবে এই নির্বাচন হওয়ার কথা বা নিয়ম রয়েছে। শাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের ২৫ আগস্ট। শাবির দীর্ঘ ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ফোরাম সিনেট গঠন সম্ভব হয়নি। এছাড়া শিক্ষক সমিতি, কর্মকর্তা সমিতি, শাবি প্রেস ক্লাব, সহায়ক কর্মচারী সমিতিসহ কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও নির্বাচন হয়নি। শিক্ষক সংকট, শিক্ষার্থীদের আবাসন, পরিবহন, ক্যান্টিন, শ্রেণীকক্ষসহ নানা সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ অনেকটা নীরব ভূমিকা পালন করছে। এতকিছুর মাঝে শাবিতে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্তি- দীর্ঘ নয় বছর পর দ্বিতীয় সমাবর্তন, ১২ বছর পর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর বিএনসিসি গঠন, বৃক্ষরোপণে প্রধান উপদেষ্টার জাতীয় পুরস্কার ২০০৭-এ ভূষিত, প্রথমবারের মতো মৃত্তিকা পানি বিশুদ্ধকরণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন, সাইবার বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাত শাবিতে ইন্টারনেট স্পিড ১৬ গুণ বৃদ্ধি আশার আলো দেখিয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল জমি উদ্ধার করে সীমানা চিহ্নিত ও বাউন্ডারী দেয়াল করা এবং ক্যাম্পাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সেখানে ফুলের বাগান দিয়ে শোভিত করা হয়েছে। এছাড়া শাবির দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো কোন ধরনের বাধা ছাড়াই ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলছে। যা শিক্ষার্থীদের বিনোদনের ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। ছাত্রী হলের চতুর্থ ব্লকের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ায় ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা কিছুটা হলেও লাঘব হবে ধারণা করা হচ্ছে। প্রাইভেট সিকিউরিটি নিয়োগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। দীর্ঘ ১৬ বছর পর অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে।